দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে শিক্ষামন্ত্রী

দু'হাজার সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে অংশ নিন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। খবর বাসস'র। দিনটির কর্মসূচীতে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ও প্রধান-মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দিনটির তাৎপর্য উল্লেখ করে বাণী দেন।

সংবাদপত্রগুলো আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রেডিও বাংলাদেশ বিশেষ প্রোগ্রাম প্রচার করে।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টাকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট সব মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলা-দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য দেশের আনাচে-কানাচে এ

(৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টির আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় গতকাল শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার বলেন যে বর্তমান সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি দু'হাজার সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদের সভা-পতিত্বে এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান ও শিক্ষা সচিব শফিউল আলম বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে সবার জন্য শিক্ষা একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচী। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিরক্ষ-রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছিলেন এবং মাত্র দেড় বছরে ৪০ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান গণতান্ত্রিক সর-কার শহীদ জিয়ার আদর্শ অনুসরণ করে দেশে গণশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছে বলেও মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন ঃ বর্তমান সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ণের পদক্ষেপ নিয়েছে। এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ ইউনুস খান তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ অতীতে সঠিক পরি-কল্পনা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়নি। তিনি সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা প্রধান ডঃ এফ কে চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এম শমসের আলী, জনাব এস এম আল-হোসাইনী, প্রাথমিক শিক্ষা অধি-দপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবুল হোসেন, কাজী রফিকুল আলম ও অধ্যাপক ওসমান গনী।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার মঙ্গলবার ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের অপর এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। জনাব এস এম আল-হোসাইনীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান, শিক্ষা সচিব শফিউল আলম ও ঢাকাস্থ ইউএনডিপি-এর উপআবাসিক প্রতিনিধি মিঃ উইলস্টন টেম্পল বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী সরকারের গণশিক্ষা ও বাধ্য-তামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য এগিয়ে আসতে বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রতি আহবান জানান।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আহছানিয়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের রেক্টর ডঃ খান সিরাজুল ইসলাম।